Pub. opinion

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

194

145

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা

শিক্ষাঙ্গন একটি পবিত্র স্থান। এর পবিত্রতা রক্ষা করতে না পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য নেমে আসবে তা শুধু ছাত্র সমাজকেই ধ্বংস করবে না, গোটা জাতিকেও তা গ্রাস করবে। হালে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সে সমপর্কে আমাদের অভিভাবক থেকে শুরু করে সকলেই কম বেশী সচেতন ও উদ্বিগ্ন।

শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব আমরা এককভাবে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না; যেমন পারি না সরকারের উপরেও। এর দায়িত্ব আমাদের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের উপরেও সমানভাবে ন্যস্ত।

শিক্ষার্থীর নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃংখলভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শিক্ষাঙ্গন একটি উপযুক্ত স্থান। আমরা জানি ছাত্র-ছাত্রীদের এ সময়টুকু সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। সে হিসেবে ছাত্র জীবনটা সচেতনতা অর্জনেরও উৎকৃষ্ট সময়।

কিন্তু এই সচেতনতার দোহাই দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে নিয়ে এলেই শিক্ষাঙ্গন আর শিক্ষা ক্ষেত্র থাকে না; পরিণত হয় রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গনগুলোর করুণ পরিণতির কথা ভেবে জাতি আজ উদ্বিগ্ন।

আমরা কথায় কথায় মার্কিন গণতন্ত্রের কথা বলি। সেই খোদ মার্কিন মুল্লুকেও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে কোন ছাত্র রাজনীতি নেই। এবং সে কারণেই সে দেশে ছাত্রদের প্রতি জাতি ও অভিভাবকদের আস্থা ও নির্ভরতা অটুট রয়েছে।

আমাদের সমাজে যারা রাজনীতি করেন, তারাও অভিভাবক। যারা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তারাও অভিভাবক। যারা সরকারী কিংবা আধা সরকারী কর্মচারী তারাও অভিভাবক। এবং আমরা সকলেই আমাদের ছেলে-মেয়েদের ভবিষৎ নিশ্চিত করতে চাই। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি। কিন্তু তবু আমরা এসবের প্রতিকার করতে পারি না-কেন? পারি না তার কারণ আমরা সকলেই জানি, আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা নিজেরাই নিশ্চিত করে কিছু জানি না। শুধু জানি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাতে হবে এবং ওদেরকে যোগ্য মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। অথচ জানি না যোগ্যতার মাপকাঠি কি?

দেশে রাজনীতি ছিল, রাজনীতি আছে এবং রাজনীতি থাকবে। কিন্তু এখন মানুষ বেশ সচেতন ও শিক্ষিত। তাই রাজনীতি বিষয়টা কি তা আগে জেনে নিতে হবে। মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ সমাজের উন্নতি ও আর্থ-সমাজিক মুক্তিই যদি রাজনীতির উপজীব্য হয় তবে সমাজকে দিক নির্দেশনা দেয়ার চাবিকাঠি যে শিক্ষাঙ্গন, তাকে অভাব-অভিযোগের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্বাহ্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। শিক্ষাদানের পরিবেশকে মোকাবেলা করতে হবে। সামাজিক অবক্ষয় ঠেকাতে হলে শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয় রোধ করতে হবে। কেন অবক্ষয় তা জানতে হবে। তবেই অবক্ষয় ঠেকানো সম্ভব হয়ে উঠবে। শ্লোগান দিয়ে সমাধান নয় সমাধানের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

অথচ আমরা শিক্ষাদানের নৈরজ্যময় পরিবেশ নিয়ে প্রতি নিয়ত উদ্বিগ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। আমরা ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যায় জর্জড়িত ও পীড়িত। আমরা সরকারী চাকুরীর বয়সসীমা নিয়ে বিপর্যস্ত। আমরা উচ্চ শিক্ষার অধিক সুযোগ করে দিতে অপরাগ

কিন্তু এ সবের মূল কোথায়? কে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃ হচ্ছে? কারণ ব্যাখা করলে দেখ যাবে, আমরা রাজনীতি করি এব ছাত্রদেরকে রাজনীতি শেখাই। ফলে রাজনীতির কারণে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ব্যাহত হয় ও শিক্ষা বর্ষ পিছিয়ে পড়ে। অথচ রাজনীতি আমাদের কারোই পেশা নয়। বরং একটি নেশা। আর যে কোন নেশাই ক্ষতিকর এবং সর্বনাশা। রাজনীতির এই নিষিদ্ধ নেশা আমাদের দেশজ উৎপাদিত কোন প্রথাসিদ্ধ নেশাও নয়। বরং আফিসের মতো আমদানীকৃত নেশা। যা বাণিজিক পদ্ধতিতে আমদানী করা যায় না, তবে চোরাই পথে প্রচুর পাওয়া যায়। তাই আপাদের জাতীয় উন্নতির সাথে এই চোরাই তত্ত্ব আমদানীর বিজনেস বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সুস্থ রাখার জন্য বিকল্প পরিবেশ খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বলতে হবে আমরা আমাদের পেশার সাথে সংগতিপূর্ণ শিক্ষা চাই। সেটা কিভাবে সম্ভব তার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে। সে দায়িত্ব সকলের। তবে সরকারকেই পূর্বাহ্নে

৪-এর পৃঃ দেখুন